International Parkinson and Movement Disorder Society

কর্টিকো ব্যাজাল ডিজেনারেশন ঃ রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

এটা কি ?

কর্টিকো ব্যাজাল ডিজেনারেশন (Corticobasal Degeneration বা CBD) হলো মস্তিস্কের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়জনিত একটি দূর্লভ রোগ। এটা ১৯৬৮ সালে প্রথম ধরা পড়ে। সাধারণত ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগ শুরু হয়। CBD বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ এবং লক্ষণ বিশিষ্ট একটি জটিল রোগ।

এ রোগের উপসর্গগুলো কী কী ?

CBD তে সাধারণত শরীরের একপার্শ্বে বেশি আক্রান্ত হয়। সাধারণত এ রোগের উপসর্গ গুলো হলোঃ

- ঘাড়, হাত ও পায়ের গতি কমে যায় ও এগুলো শক্ত হয়ে যায়।
- চলাচলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, যার ফলে আক্রান্ত রোগী পড়ে যেতে পারেন।
- আক্রান্ত রোগীর শরীরের মাংস হঠাৎ ঝাঁকুনি দেখা দিতে পারে, যাকে মায়োক্লোনাস (Myoclonus) বলে।
- হাত ও পায়ের সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করতে অসুবিধা হয়।
- শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যায় এবং রোগী হাতের স্পর্শ দ্বারা কোন কিছু সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে না।
- রোগীর মনে হয় তার হাতের চলাচলের উপর তার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যাকে অনেক সময় এলিয়েন লিম্ব (Alien limb) বলে অভিহিত করা হয়।
- রোগীর কথা বলতে অসুবিধা হয়, যেমন কথা বলার সময় সঠিক শব্দ খুজে না পাওয়া।
- রোগীর আচরণগত সমস্যা হয়, যেমন-অনুপ্রেরণার অভাব, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি।

প্রধান উপসর্গগুলোর উপর ভিত্তি করে কয়েক ধরণের CBD চিহ্নিত করা হয়েছে। ঈইউ রোগের উপসর্গ মস্তিস্কের অন্যান্য প্রচলিত রোগের উপসর্গের সাথে একিভূত থাকতে পারে। তাই স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগন প্রায়শই CBD না বলে কর্টিকোব্যাজাল সিনড্রোম (Corticobasal Syndrome বা CBS) বলে অভিহিত করে থাকেন।

এ রোগের কারণ সমূহ কী কী ঃ

CBD রোগের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। এ রোগে মস্তিস্কের কোষ সমূহ অস্বাভাবিক ভাবে শুকিয়ে যায় যা দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে। সুস্থ্য মানুষের মস্তিস্কে "টাউ" (tau) নামক একধরনের আমিষ (প্রোটিন) থাকে। স্নায়ুকোষের স্বাভাবিক কাজের জন্য এ আমিষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ত CBD রোগে আক্রান্ত রোগীদের মস্তিস্কে ত্রুটিপূর্ণ ''টাউ'' প্রোটিন অধিকহারে জমা হয়। এটা মস্তিস্কের বিভিন্ন ধরনের কোষকে ধ্বংস করে দেয়। গবেষকরা এখনো জানতে পারেননি কেন এই ত্রুটিপূর্ণ 'টাউ' প্রোটিন জমা হয়। এটি কোন বংশগত রোগ নয়। পরিবেশগত কোন কারণের সাথেও এর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ রোগটি কিভাবে নির্ণয় করা হয় ঃ

রোগ সম্পর্কিত ইতিহাস এবং স্নায়ুবিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করে এ রোগ নির্ণয় করা হয়। যেহেতু এই রোগের উপসর্গের সাথে অন্যান্য স্নায়ুরোগ যেমন পারকিনসন্স ডিজিজ এর মিল রয়েছে, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এমনকি পরবর্তী পর্যায়েও এই রোগ নির্ণয় কঠিন হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর পরে মস্তিস্কের কোষ পরীক্ষা (autopsy) করার পরেই কেবল নিশ্চতভাবে এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কখনও মস্তিস্কের ইমেজিং যেমন এম.আর.আই (MRI) এ রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। ইমেজিং এর মাধ্যমে CBD এর সাথে মিল রয়েছে এমন অন্যান্য স্নায়ুরোগ সমূহ আলাদা করা যায়। ইমেজিং এর মাধ্যমে মস্তিকের নির্দিষ্ট ধরনের স্নায়ুকোষের ক্ষয় যাকে এট্রফি (অঃৎড়ঢ়যু) বলে, তা নির্ণয় করা যায়। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা যায় না।

এ রোগের কোন চিকিৎসা আছে ?

CBD ুর ক্ষয় ঠেকানোর কোন কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে কিছু উপসর্গের চিকিৎসা করা যায়। রোগের উপসর্গের উপর ভিত্তি করে আপনার চিকিৎসক নিম্নলিখিত চিকিৎসা সমূহ চেষ্টা করতে পারেন ঃ

- লিভোডোপা (levodopa) চলাচলের ধীর গতি উন্নতির জন্য
- মায়োক্লোনাস (Myoclonus) এর জন্য কিছু ঔষধ দেওয়া যায়
- হাত বা পায়ের শক্ত হয়ে যাওয়া দুর করতে Inj.Botulinum toxin ব্যবহার করা যায়।
- অন্যান্য সমস্যা, যেমন- প্রস্রাবের সমস্যা, দু:শ্চিন্তা, বিষন্নতা, বুদ্ধিগম্যতা ইত্যাদি সমস্যার জন্য চিকিৎসা দেয়া যায়।
- ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি এবং স্পিচ থেরাপি রোগীদের চালু রাখতে সাহায্য করে।

Copyright © 2020 International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). All rights reserved.
International Parkinson and Movement Disorder Society
555 East Well Street, Suite 1100 • Milwaukee, WI 53202 • +1 414-276-2145 • www.movementdisorders.org